১২ যিলহজ্ব ১৪৩৯ হিঃ অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার লিখিত পুষ্পধারা

মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (৮ম অংশ)

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি

ভিড়ের কারণে হজ্বে না যাওয়া কেমন?

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি

পিতা-মাতার আকিকা করতে পারবে কি?

স্বামী-স্ত্রী কি জান্নাতে এক সাথে থাকবে?

বাণী সমগ্রঃ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি

মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (৮ম অংশ)[১]

শয়তান লাখো দিবে এই রিসালাটি পরিপূর্ণ পাঠ করে নিন,
اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আপনার জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে দিনে এবং রাতে তিনবার করে দরূদে পাক পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার বদান্যতার দায়িত্বে এ কথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

(১) এই পুস্তিকাটি ২১ যিলহজ্ব ১৪৩৯, হিজরী মোতাবেক ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা (করাচী) তে অনুষ্ঠিতব্য মাদানী মুযাকারার লিখিত পুষ্পধারা। যেটা আল মদীনাতুল ইলমিয়ার ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ সুবিন্যস্ত করেছে। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

(২) **(মুজামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস: ৯২৮)**

ভিড়ের কারণে হজ্বে না যাওয়া কেমন?

প্রশ্নঃ কিছু লোক অনেক বেশি ভিড়ের কারণে ভয় পেয়ে থাকে। এই কারণে, সে হজ্ব করার জন্যও যায় না, তার ব্যাপারে আপনি কিছু বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ যদি হারামাইনে তৈয়্যবাইনে زَادَهُمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়, তবে ভিড়ের কারণে নিজেকে নিজে এই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। যখন জান্নাতিরা জান্নাতে যাবে, ভিড় তো ঐ সময়ও হবে এবং ভিড়ও এরকম হবে কাঁধের সাথে জামার কাঁধের সংস্পর্শে যেভাবে ঘর্ষণ হতে থাকবে। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: জান্নাতের দরজা এতো প্রশস্ত হবে যে এক পার্শ্ব থেকে আরেক পার্শ্ব পর্যন্ত দ্রুত ঘোড়া বা দ্রুতগামী ঘোড়ার ৭০ বছরের রাস্তা হবে, এর পরেও গমনকারীদের এতো বেশি হবে যে, কাঁধের সাথে কাঁধের এমন ঘর্ষণ হতে থাকবে বরং ভিড়ের কারণে দরজা চড় চড় শব্দ করবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্যও ভিড়ের মধ্যে অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং এইভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও ভিড়ের কারণে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে যাবে। এইটা হবে ঐটা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি হতে বেঁচে থেকে। খুশি মনে সাহস করে হারামাঈনে তৈয়্যবাঈন زَادَهُمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর সফর করা উচিত। যে **আল্লাহ পাকের** পথে বের হয়, **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

নিজেই তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দেন। যাদের উপর হজ্ব ফরয তাদের জন্য তো তৎক্ষণাৎ হজ্ব করা আবশ্যক। কোন কারণ ব্যতিত ফরযে দেরী করাও গুনাহ। হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে হজ্ব না করা মন্দ মৃত্যুর কারণ সমূহের মধ্যে হতে একটি কারণ। আর হাদীসে পাকে এই ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারি এসেছে। যেমনিভাবে **নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষাণীয় বাণী হচ্ছে: যে ব্যক্তি (হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও) হজ্ব আদায় করা ব্যতিত মারা যায় তবে হয়তো সে ইহুদি হয়ে মৃত্যু বরণ করল না হয় খ্রীষ্টান হয়ে মৃত্যু বরণ করল।[১]

রমলের সংজ্ঞা এবং তার বিধান

প্রশ্ন: রমল কাকে বলে? এমন কি যদি কারো রমল করার সুযোগ না মিলে তাহলে সে কি করবে?

উত্তর: তাওয়াফের শুরুতে তিন চক্করের মধ্যে বুক ফুলিয়ে সদর্পে কাঁধদ্বয়কে হেলিয়ে দুলিয়ে ছোট ছোট করে পা ফেলে দ্রুত গতিতে চলাকে রমল বলে।[২]

আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কাফেরদের ভয় ভীতি প্রদানের জন্য রমল করেছিলেন, তবে ঐ মোবারক ব্যক্তিদের আদায়কৃত রমলকে আমাদের জন্য বাকী রেখেছেন। রমল করা সুন্নাত কিন্তু লোকদের

(১) (তিরমিযী, ২/২১৯, হাদীস: ৮১২)

(২) (রফিকুল হারামাঈন, ৪৭ পৃষ্ঠা)

একটি অনেক বড় অংশ যারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে রমল করতে জানে না। যারা হজ্বের পদ্ধতি শিখিয়ে থাকে সাধারণত তারাও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে শিখাতে পারে না। কিছু লোক মুষ্টিদ্বয় বন্ধ করে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে, আর অনেকে লাফালাফি করে চলতে দেখা যায়। রমলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা এবং লাফালাফি করা নিষেধ। যেমনভিবে বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড ১০৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: প্রথমে তিন চক্করের মধ্যে পুরুষেরা রমল করবে অর্থাৎ সাথে সাথে ছোট ছোট পা ফেলে কাঁধদ্বয়কে হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত গতিতে চলা যেমন শক্তিশালী বাহাদুর লোক চলে, তারা না লাফ দেয়, না দৌড়াদৌড়ি করে।

মনে রাখবেন! রমল করা সুন্নাত এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া হারাম। সুতরাং যেখানে ভিড়ের কারণে নিজে বা অপর জনকে কষ্ট দেওয়ার সম্ভবনা থাকলে তখন ঐখানে রমল ছেড়ে দিবে রমল না করে ঐ অবস্থায় চলতে থাকবে যখন সুযোগ মিলে তখন রমল করে নিন। যেমনিভাবে- সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেখানে বেশি ভিড় হয়ে যায় এবং রমলের মধ্যে নিজের বা অন্য কারো কষ্ট হয় তখন এতোক্ষন পর্যন্ত রমল ত্যাগ করবে কিন্তু রমলের কারণে থামা যাবে না, বরং তাওয়াফে ব্যস্ত থাকবে অতঃপর যখন সুযোগ মিলে যাবে তখন যতোক্ষণ সুযোগ মিলে রমলের সহিত তাওয়াফ করবে।[১]

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১/১০৯৭, ৬ অংশ)

www.dawateislami.net

তাওয়াফের সময় পবিত্র কাবা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এর নিকটবর্তী থাকা উত্তম কিন্তু এতোটুকু নিকটবর্তীও না হওয়া যে, কাবার দরজা এবং পর্দার সাথে সংঘর্ষ হয়। যদি ভিড়ের কারণে নিকটে গিয়ে রমল করতে না পারেন এবং দূর থেকে করতে পারেন তবে আপনার জন্য এটাই উত্তম যে, দূরে থেকে তাওয়াফ করেই রমলের সুন্নাত আদায় করবেন।(১)

আলিমে দ্বীনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্ব করা উচিত

প্রশ্ন: কার সাথে হজ্বে গমন করা চাই?

উত্তর: হজ্বের জন্য যে কাফেলা তৈরি হয়, বা পরিবারের কিছু সদস্য গমন করলে তখন তাদের সাথে এ রকম একজন আলিমে দ্বীন হওয়া জরুরী। যার নিকট হজ্বের মাসয়ালার উপর গভীর জ্ঞান রয়েছে। এ রকম আলিমে দ্বীন কে যদি স্বর্ণ দিয়ে পরিমাপ করেও নিয়ে যেতে হয় তাহলে নিয়ে যাওয়া চাই এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্ব করা চাই। সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা ফরয, হজ্বের মাসয়ালা সমূহ জনসাধারণ তো দূরের কথা অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গেরও জানা নেই। যদি কিছু জানা থাকেও তা মানুষ ভিড়ের মধ্যে ভূলে যায়। হজ্ব তো হজ্ব নামায যা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা হয় এবং ৪০ বা ৬০ বছর ধরে আদায় করার পর তার (বিশুদ্ধ) মাসয়ালা সমূহও জানা নেই, হজ্ব যা জীবনে প্রথম বার করার জন্য যাচ্ছে, এর মাসয়ালা হঠাৎ করে কিভাবে জেনে নিবে! ব্যস

---

(১) (আল বাহরুর রায়েক, ২/৫৭৮)

একে অপরকে দেখে দেখে সব করে থাকে বা বেশি থেকে বেশি একটি কার্ড সাথে রাখে যাতে শুধু মাত্র পদ্বতি লিখা থাকে। প্রথমে এটা করবেন এরপর এইটা করবেন যে, ঐ কার্ডের উপর মাসয়ালা ইত্যাদি লিখা থাকে না, হজ্বের মাসয়ালা সম্বলিত কিতাব "রফিকুল হারামাঈন" হাজার নয় বরং লক্ষ কপি ফ্রিতে বন্টন করে হাজীদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, কিন্তু এরপরও কিছু লোক তা ঘরে রেখে চলে যায়। একে কীভাবে সামলাবে। শপিং (কেনাকাটা) করে বড় বড় ব্যাগ ভর্তি করে সামলাতে পারবে। কিন্তু একটি ছোট কিতাব সামলাতে পারে না। যদি হজ্ব আদায়কারী জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে তার "রফিকুল হারামাঈন" এর সাথে বাহারে শরীয়াত এর ৬ষ্ঠ অংশ অবশ্যই সাথে রাখা চাই। কেননা, এতে হজ্বের বিভিন্ন মাসয়ালার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখন আরো সহজ হয়ে গিয়েছে যে, কিতাব ইত্যাদি মোবাইল ফোনের মধ্যেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। মনে রাখবেন! হজ্ব ও ওমরার মাসয়ালা একটু জটিল। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ আলিমে দ্বীনের সংস্পর্শে অর্জিত হবে না, ততোক্ষণ এই মাসয়ালা অন্তরে ধারণ করতে পারবে না। কিছু লোক অনেকবার হজ্ব ও ওমরা করে নেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তার হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা জানা নেই যে, হজ্বের ফরয কয়টি? তাওয়াফে কতোবার চক্কর দিতে হয়? হাজরে আসওয়াদকে কতবার চুম্বণ দিতে হয়? কোন কিছু জানা নেই। ব্যস, একজন অপরজনকে দেখে দেখে হজ্ব করে আসে আর এসে নিজের ফযীলত বর্ণনা করতে ক্লান্ত হয় না।

ঐখানে দোয়ায় যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। আমি কোরমা চেয়েছি তখন আমি তাই পেয়েছি, বিরিয়ানী চেয়েছি তখন বিরিয়ানী পেয়েছি এবং অমুকের কথা স্বরণ করেছি তখন সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। হজ্ব আদায় কারীদের উচিত, হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা মাসায়িল শেখা এবং কোন আলিমে দ্বীনের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্ব করে নেয়া আর এরপর নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে হজ্ব কবুল হওয়ার ভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকুন।

ইজতিবা এবং রমল করা সুন্নাত?

প্রশ্ন: ওমরার তাওয়াফের মধ্যেও কি রমল করতে হবে?

উত্তর: জি, হ্যাঁ! ওমরার তাওয়াফের মধ্যেও ইজতিবা এবং রমল উভয়টি করা সুন্নাত। চাদরকে ডান পাশের বগলের নিচে হতে বের করে ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং তার উভয় কিনারা (আঁচল) কে বাম কাঁধের দিকে ঝুলিয়ে রাখাকে ইজতিবা বলে।

(বাহারে শরীয়াত, ১/১০৯৬, ৬ষ্ঠ অংশ)

ওমরা করার পর মাথা মুন্ডানো কেমন?

প্রশ্ন: ওমরা করার পর মাথা মুন্ডানো কেমন? এমন কি মাথা মুন্ডানোর সময় কি নিয়্যত করা চাই?

উত্তর: হজ্ব ও ওমরা আদায়কারীর জন্য হেরমের সীমানার মধ্যে মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা (অর্থাৎ কমপক্ষে চার ভাগের ১ ভাগ

মাথার চুল আঙ্গুলের গিরার সমপরিমাণ কাটা) ওয়াজিব। চুল কাটার দ্বারাও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে কিন্তু পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো উত্তম। অন্যদিকে মহিলারাই মাথার চুল ছোট করবে। কেননা, তাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম।(১)

বাকী থাকল মাথা মুন্ডানোর সময় নিয়্যতের কথা, তবে এর জন্য বিশেষ কোন নিয়্যত তো আমি পড়িনি, অবশ্য ঐ অবস্থায় ভাল ভাল নিয়্যত করে সাওয়াব অর্জন করা যেতে পারে। যেমন- সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে মাথার ডান পাশ থেকে মাথার চুল মুন্ডানো শুরু করবো। মাথার চুল মুন্ডন কারীর জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন বার রহমতের দোয়া করেছেন এবং যিনি কাটেন তার জন্য এক বার দোয়া করেছেন।(২)

তাই মাথার চুল মুন্ডন করিয়ে হাদীসে পাকে বর্ণিত তিন বার রহমতের দোয়ার অধিকারী হয়ে যাবো। মাথার চুল মুন্ডানোর সময় কিবলামুখী হয়ে বসবো। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় কিবলা শরীফের দিকে মুখ করে বসতেন।(৩)

মনে রাখবেন! কিবলার দিকে মুখ করে বসার দ্বারা দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়। স্মরণশক্তি মজবুত হয় এবং কিবলা মুখী হয়ে বসে পাঠকৃত সবকও দ্রুত মুখস্থ হয়ে যায়।

---

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১/১১৪২, ৬ষ্ঠ অংশ)
(২) (বুখারী, ১/৫৭৪, হাদীস: ১৭২৮)
(৩) (ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৪৯ পৃষ্ঠা)

কখন মাথা মুন্ডানো ওয়াজিব?

প্রশ্নঃ যদি কারো মাথার চুল এক আঙ্গুলের গিরা হতে ছোট হয়, তবে এখন কি তার উপর মাথা মুন্ডানোই ওয়াজিব হবে নাকি চুলও ছোট করতে পারবে?

উত্তরঃ যদি কোন পুরুষের মাথার চুল এক আঙ্গুলের গিরা হতে কম হয় তাহলে তার মাথা মুন্ডানোই ওয়াজিব, চুল ছোট করতে পারবে না। কেননা চুল ছোট করার মধ্যে এক আঙ্গুলের গিরার সমপরিমাণ কাটা হয়ে থাকে। যেহেতু তার চুল এক আঙ্গুলের গিরার সমপরিমাণ হতে প্রথম থেকেই কম, সুতরাং কাটার সুযোগ নেই। এভাবে যদি কারো একেবারে মাথায় চুল না থাকে অর্থাৎ তার মাথায় টাক হলে, তবে তারও মাথার উপর ক্ষৌর চালানো আবশ্যক।[১]

মাথার মুন্ডানো মধ্যে সাবধানতা অবলম্বন

প্রশ্নঃ মাথা মুন্ডানোর মধ্যে কি সাবধানতা অবলম্বন করা চাই?

উত্তরঃ মাথা মুন্ডানোর সময় চুলগুলোকে নরম করার জন্য সুগন্ধযুক্ত বা সাদা সাবান ইত্যাদি না লাগানো বরং নরমাল পানি ব্যবহার করবে, কেননা সাবান দ্বারা ময়লা দূরীভূত করা হয় অথচ মাথা মুন্ডনকারী এখনো ইহরাম অবস্থায় রয়েছেন এবং ইহরামের মাঝে সুগন্ধ লাগানোর বা ময়লা দূর করার অনুমতি নেই।

---

(১) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২৩১)

www.dawateislami.net

শরীরকে চুলকানোর মধ্যেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে, না চুল ঝরে যায় আর না ময়লা দূর হয়ে যায়।[১]

প্রিয় নবী, হুযুর ﷺ এর দরবারে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি?

প্রশ্ন: হজ্ব ও ওমরায় গমন কারী ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বা অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের দরবারে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে থাকে তাই এটা বলুন, সালাম প্রেরণের পদ্ধতিটা কি?

উত্তর: যখন হারামাইন তৈয়্যবাঈন زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর কোন মুসাফিরকে বলা হয়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে আমার সালাম প্রেরণ করবেন তখন সম্ভবত সে নিজেই বলে উঠে "وَعَلَيْكُمُ السَّلَام" এটা যদি বলা হয় তখন নিজের পিতা বা অমুক কে সালাম বলো, তখন সে নিজেই সাথে সাথে وَعَلَيْكُمُ السَّلَام বলে দেয়, অথচ এই পদ্ধতি বিশুদ্ধ নয়। এটাই হওয়া চাই যে, যার জন্য সালাম প্রেরণ করা হয় তার নিকট প্রেরণ করবে। যেমন আমি কোন মদীনার মুসাফিরকে সালাম পেশ করার আবেদন করলে, তখন সে এভাবে পৌঁছাবে, "**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইলইয়াস আপনাকে সালাম আরয করেছেন।" মনে রাখবেন! যদি কেউ আপনাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে বা অপর কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে আর আপনি হ্যাঁ

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৭৩৩)

www.dawateislami.net

বলে দিলেন যে, ঠিক আছে আমি পৌঁছিয়ে দিব। তখন সালাম পৌঁছানো আপনার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১] কিছু লোক এমন পরিস্থিতিতে বলে দেয় যে, যদি স্মরণে থাকে তবে সালাম পৌঁছিয়ে দিবো, তখন এরকম বলার প্রয়োজন নেই, বরং সম্ভবত সালাম প্রদানকারীরও খারাপ লাগতে পারে। ঐ বরকতপূর্ণ স্থানে এবং ঐ সময় কি সে তার স্মরণে থাকবে না? সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, স্মরণে থাকলে পৌঁছাবো। এই জন্য যে, সালাম পৌঁছানো আপনার উপর ওয়াজিব তা এ অবস্থায় হবে, যখন আপনার স্মরণও থাকবে। যদি স্মরণ না থাকে এবং অঙ্গীকার করার সময় আপনার নিয়্যত ছিল পৌঁছানোর তাহলে আপনার কোন গুনাহ হবে না। অবশ্য যদি অঙ্গীকার করার সময় এই নিয়্যত ছিল যে, পৌঁছাবো না এবং তাকে খুশি দেওয়ার জন্য হ্যাঁ বলেছি। তবে এখন পৌঁছেও দিলে তারপরও মিথ্যা শপথ করার ফলে গুনাহগার হবে। যাহোক নিরাপত্তা হলো এতে, বান্দা অঙ্গীকার করবে না এবং যদি অঙ্গীকার করে তখন আপনি আপনার নিকট সালাম প্রদান কারীর নাম লিখে নিন যাতে তা স্বরণ থাকে। আমাকে যখন আশিকরা সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে, তখন আমি চুপ হয়ে শুনে নিই উত্তরে যতটুকু সম্ভব অঙ্গীকার করি না, তা এই জন্য যে, এতগুলো নাম কীভাবে মনে রাখব। যদি কেউ মদীনার যিয়ারতকারীকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলেও নি এবং সে

(১) (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৫)

www.dawateislami.net

নিজেই তার পক্ষ থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে সালাম প্রেরণ করে, যেমন: পীর সাহেবের পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণ করা অথচ পীর সাহেব তাকে বলেওনি, তবে এভাবে করা বিশুদ্ধ নয়। আমি আমার কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এর মধ্যে প্রত্যেক মদীনার যিয়ারতকারীদের মাধ্যমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে আমার সালাম প্রেরণ করার জন্য আবেদন করেছি। যদি কেউ তা পড়ে আমার পক্ষ থেকে একবার বা বারবারও সালাম প্রেরণ করে দেয় তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। বরং তা পুরস্কার ও সাওয়াবের হকদার হবে। যদি কেউ সালাম প্রেরণ না করে তাতেও সমস্যা নেই, কেননা শুধু আবেদন করার দ্বারা সালাম পৌছানো ওয়াজিব হয়ে যায় না।

সম্মানিত হাজ্বীগণ থেকে সালাম ও দোয়া প্রেরণ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা করা

প্রশ্ন: সালাম বা দোয়ার জন্য আবেদনকারী ফিরে আসার পর মদীনার যিয়ারতকারীর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের সালাম কি প্রেরণ করেছেন? কাবা শরীফে যখন প্রথম দৃষ্টি পড়েছে তখন আমার নাম নিয়ে দোয়া করেছেন কি নাকি করেন নাই? তবে তার এভাবে জিজ্ঞাসা করা কেমন?

উত্তর: সালাম বা দোয়ার জন্য আবেদন করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করা যে, আমার জন্য দোয়া করেছেন কি? আমার সালাম প্রেরণ করেছেন কি? তবে এগুলো

www.dawateislami.net

থেকে বাঁচা চাই। সম্ভবত সে দোয়া করেছে এবং সালাম ও প্রেরণ করেছে কিন্তু এখন তার স্বরন নেই এমনকি এটাও হতে পারে যে, বস্তুত সে ঐখানে ভূলে গিয়েছে। এখন যদি সে সত্য বলে যে আমার স্বরণ ছিল না তাহলে তার এই রকম মারাত্বক কথা শুনতে হতে পারে যে, হ্যাঁ ভাই! আমরা গরীবদের কথা কীভাবে মনে থাকবে!!! আমাদের কথা কে জিজ্ঞাসা করবে!!! ইত্যাদি তাই এই বাক্য শুনা থেকে বাঁচার জন্য অধিকাংশ লোক মনুষত্বের সাথে মিথ্যা বলে দেয় যে, আরে আপনাদেরকে কিভাবে ভুলতে পারি? আপনার জন্য তো নাম নিয়ে দোয়া করেছি। প্রকাশ্য যে, যদি সে এই প্রশ্ন না করতো তাহলে সে মিথ্যা বলতো না। এমন প্রশ্নাবলীর মাঝে আত্মপ্রশংসার গন্ধও এসে থাকে যে, সে নিজেই নিজেকে কিছু মনে করে এজন্যই তো নাম নিয়ে দোয়া এবং সালাম প্রেরন করার দাবী করছে। এরকম লোক নিজের মর্যাদাকে প্রদর্শন করার জন্য কোন সময় অভিযোগ তিরষ্কারও করে থাকে। যেমন: ভাই! আপনি আমার জন্য দোয়া করেন নাই এজন্যই তো আমার আজ কাল অনেক বিপদ আসছে। যদি এমন ব্যক্তিদের বলা হয় যে, আমি সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া করেছি আর তাতে আপনিও অন্তর্ভুক্ত আছেন। তখন সে এতে সাথে সাথেই বলবে: না ভাই! আমার জন্য আলাদা ভাবে নাম নিয়ে দোয়া করো। তবে এরকম দাবী না করা চাই কেননা প্রত্যেকের নাম নিয়ে দোয়া করা সম্ভব হয় না। যেমন- আমার সাথে জনসাধারনের সম্পৃক্ততা বেশি, লোকজন দোয়া করার কথাও বলে এখন আমি এক একজনের

www.dawateislami.net

নাম স্মরণ রাখা আসলেই সম্ভব নয় যদি লিখেও নিই তবে এখন হাজার, লক্ষ নাম পড়বো কিভাবে? সুতরাং আমি দোয়ায় এরকম অর্থবহ শব্দাবলী ব্যবহার করি যার মধ্যে প্রত্যেকে নিজে নিজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন- **হে আল্লাহ!** আমার সকল মুরীদ, সকল তালিব এবং সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এবং ওয়ালীদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ! প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

কেহতে রেহতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে
করদে পুরি আরজু হার বে কসুর মজবুর কি,

তাই এই দোয়ার শব্দাবলীর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হয়ে যায়। আর এতে আমার কারো উপর কোন দয়াও নয়, কেননা আমি নিজেই সাওয়াবের জন্য এটা করি। কেননা, মুসলমানদের জন্য দোয়া করা সাওয়াবের কাজ।[১]

সম্মানিত হাজ্বীগনের নিকট অনাকাংকিত প্রশ্ন করা

প্রশ্নঃ হজ্ব বা ওমরার সৌভাগ্য অর্জন করে ফিরে আসে এমন ব্যক্তির নিকট লোকেরা এই ধরনের প্রশ্ন করে যে, সফরের মধ্যে

(১) হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে কেউ সকল মুমিন পুরুষ ও মহিলার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে আল্লাহ পাক তার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার পরিবর্তে একটি করে নেকী লিখে দেন।

(মুসনাদুশ শামীনে লিত তাবরানী, ৩/২৩৪, হাদীস, ২১৫৫)

www.dawateislami.net

আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো? মদীনা শরীফে ভাল লেগেছে? তবে এই রকম প্রশ্ন করা কেমন?

উত্তরঃ হজ্ব বা ওমরার সৌভাগ্য অর্জন করে ফিরে আসা ব্যক্তিকে লোকদের এধরনের প্রশ্ন না করা চাই। এই ধরনের প্রশ্ন দ্বারা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন- এই জিজ্ঞাসা করা যে, সফরের মধ্যে কোন কষ্ট হয়নি তো? এখন তার উত্তরে সম্ভবত এ রকম বলা হয়: না ভাই! খুব আরামেই সফর অতিবাহিত করেছি। অথচ এটা মিথ্যা হতে পারে। কেননা, সফরের মধ্যে শয়ন করা, খাওয়া, পান করা, সব কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই কারণেই, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: সফর হলো আযাবের টুকরা। শয়ন করা এবং পানাহার সব কিছুকে থামিয়ে দেয়। এমন যখন কাজ সম্পন্ন করে নিবে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে আসবে।[১]

হজ্বের সফরের মধ্যে তো আরো বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, মাইলের পর মাইল পাঁয়ে হেঁটে চলতে হয়। ভিড় এবং ভিড়ের কারণে সমস্যার সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যে, অনেক আরামে সফর করেছি তাহলে এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা। এভাবে মদীনা মুনওয়ারায় زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছে যে রোগে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। হজ্বের আরকান আদায় করার দ্বারা ক্লান্ত হওয়ার কারণে মদীনা শরীফের মধ্যে তার স্বাভাবিকভাবে তখন তাতে কোন গুনাহ নেই কিন্তু

(১) (মুসলিম, ৮১৯, হাদীস: ৪৯৬১)

www.dawateislami.net

প্রশ্নকারী কে উওর প্রদানে বলা যে, অনেক ভালো লেগেছে তখন এটা মিথ্যা হবে। এভাবে ঘরে আগত মেহমান বৃদ্ধির কাছেও এমন প্রশ্ন করবেন না, যার উওরের মধ্যে এদের মিথ্যার পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। যেমন আমার খাবার কেমন লাগলো? আমার চা ভালো লেগেছে? আপনার ঘরটি কেমন লেগেছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। কেননা খাবার, চা, ঘর, সুন্দর নাও লাগে তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এভাবে বলবে, খাবার, চা অনেক ভাল লেগেছে এবং ঘরও অনেক সুন্দর লেগেছে। যাহোক এরকম প্রশ্ন না করা চাই, যার দ্বারা কাউকে মিথ্যায় লিপ্ত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

প্রতি বছর কি হজ্ব করা যাবে?

প্রশ্নঃ আপনি কি আগামী বছরও হজ্ব করবেন?

উত্তরঃ আমি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবো, এটার নিশ্চয়তা আমার কাছে নেই। হ্যাঁ! যদি জীবিত থাকি এবং অবস্থা ও শরীরে ও শক্তি থাকলে তবে প্রত্যেক বছর হজ্ব করার নিয়্যত রয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আগে প্রত্যেক বছর হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করে ছিলাম। এখন আরেকবার যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু বয়স এবং দূর্বলতা অনেক বৃদ্বি পেয়েছে। ব্যস **আল্লাহ পাক** আমার কথা কবুল করুক আর আমাকে অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করুক।

www.dawateislami.net

রওদ্বাতুল জান্নাতে যাওয়ার জন্য দৌড়া কেমন?

প্রশ্নঃ যখন মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে রওদ্বাতুল জান্নাতের দরজা খোলা হয়, তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত লোকজন জায়গা পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে থাকে, তখন এরকম করা কেমন?

উত্তরঃ রওদ্বাতুল জান্নাতের মধ্যে জায়গা পাওয়া জন্য মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মধ্যে পুরুষ বা মহিলাদের দৌড়াদৌড়ি করা বড়ই বেয়াদবী। কেননা, মসজিদে দৌড়া বা জোরে হাটা যার দ্বারা পদধ্বনি সৃষ্টি হয় এরকম করা নিষেধ।[১] যখন সাধারণ মসজিদেও এ রকম চলা নিষেধ তাহলে মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আদব তো আরো বেশি হবে। এজন্য এভাবে দৌড়া যে, পদধ্বনি হয় এবং শোরগোল সৃষ্টি করা তবে এটাও বড় বেয়াদবী। রওদ্বাতুল জান্নাতে জায়গা পাওয়াটাও নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই জন্য যদি মসজিদে গুনাহ হয়ে যায় মুসলমানদের মাঝে পদধ্বনি এবং কষ্ট দেয়া হয় এবং মসজিদে শোরগোল করা হয় তবে এটা সৌভাগ্যের বিষয় থাকবে না, বরং গুনাহের কাজ হয়ে যাবে। এই জন্য মসজিদ সমূহকে এই সমস্ত কাজ থেকে বাঁচার হুকুম রয়েছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে; তোমাদের মসজিদ সমূহকে ঝগড়া এবং চিৎকার শোরগোর থেকে সুরক্ষিত রাখো।[২] আগের যুগে খানায়ে কাবার দরজা সাধারণ মানুষের

(১) (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

(২) (ইবনে মাযাহ, ১/৪১৫, হাদীসঃ ৭৫০)

www.dawateislami.net

জন্যও খোলা হতো। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারাটা সৌভাগ্যর বিষয় ছিল। কিন্তু ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ঐখানেও শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, যদি সহজভাবে প্রবেশ করতে পারেন তবে উত্তম আর না হলে ধাক্কা ধাক্কি বা ঠেলাঠেলি করে প্রবেশ না করা। যেমনিভাবে সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: কাবা শরীফে প্রবেশ করতে পারাটা পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের বিষয়, যদি জায়েয পন্থায় নসীব হয়। মুহাররমে সাধারণত সবাই প্রবেশ করে থাকে কিন্তু ধাক্কাধাক্কি থাকে। দূর্বল পুরুষের তো এখানে কাজই নেই। মহিলাদের এরকম ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার সাহস করার অনুমতি নেই। শক্তিশালী পুরুষ যদি নিজে কষ্ট থেকে বেঁচে যান তবে অপরজনকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দিবে এবং এটাও জায়েয নেই। আর এভাবে উপস্থিত হওয়াতে কোন প্রশান্তি পাওয়া যায় না।(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পূর্ণ মসজিদে নববী শরীফই عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রহমত বর্ষণ হওয়ার স্থান, এজন্য রওদ্বাতুল জান্নাতের মধ্যে সহজেই জায়গা পাওয়া না গেলে তখন আপনি যেকোন স্থানে ইবাদতও করে নিন। যদি বিশেষ করে রওদ্বাতুল জান্নাতেরই বরকত পেতে চান তাহলে এর জন্য এমন সময় বা মাস নির্বাচন করুন যাতে ঐখানে অতিরিক্ত ভিড় থাকে না, যেমন- হজ্ব

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১/১১৫০, ৬ষ্ঠ অংশ)

এবং রমযানুল মোবারক ছাড়া ঐখানে অতিরিক্ত ভিড় থাকে না। পরিচালনা পরিষদের লোকদের উচিত, এইভাবে বিশেষ সময়ে দরজা খোলে মসজিদের বেয়াদবীর মাধ্যম সৃষ্টি না করে। এমনিতে মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সারা রাতই খোলা থাকে, কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের রাওদ্বাতুল জান্নাতের দরজা খুলা অতিরিক্ত শোরগোল করানো আমার বুঝে আসেনা।

রমল করা শুধু পুরুষের জন্য সুন্নাত

প্রশ্ন: তাওয়াফের মাঝে মহিলারা কখন রমল করবে?

উত্তর: মহিলাদের জন্য রমল এবং ইজতিবা করা সুন্নাত নয়। রমল এবং ইজতিবা শুধু পুরুষের জন্য সুন্নাত এবং তাও এই তাওয়াফের মধ্যে, যার পরে সাঈ রয়েছে।[১] যেমন ওমরার তাওয়াফে সুন্নাত। কেননা, এর পরে সাঈ হয়ে থাকে। এভাবে যদি হজ্বের ইহরাম বাঁধার পর কোন নফল তাওয়াফে যার পর সাঈ রয়েছে আর এতে ইজতিবা এবং রমল করে নিয়েছে, তবে সুন্নাত আদায় হয়ে গিয়েছে আর যদি না করে থাকে তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের তাওয়াফে রমলের সুন্নাত আদায় করে, এরপর সাঈ করে নিবে। অবশ্য এই তাওয়াফের মধ্যে ইজতিবা করা যাবে না কেননা তাওয়াফে যিয়ারত থেকে আগে হাজী ইহরাম থেকেই বের হয়ে থাকে। এইভাবে সাঈ করেই

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১/১১০১, ৬ অংশ)

মিলাইনে আখদ্বারাইন[১] এ দৌড়াও শুধু পুরুষদের জন্য ইসলামী বোনদেরকে ঐখানে দৌড়া ও নিষেধ।

মহিলাদেরকে দৌড়ার হুকুম না দেয়ার হিকমত

প্রশ্ন: সাঈর মাঝে "মিলাইনে আখদ্বারাইন"-এ মহিলাদেরকে দৌড়ানোর হুকুম দেয়া হয়নি, এতে হিকমত রয়েছে? অথচ হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তো দৌড়ে ছিলেন?

উত্তর: হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতার কারণেই দৌড়ে ছিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তাঁর এই আদায় কৃত কাজ শুধু পুরুষদের জন্য বাকী রেখেছেন এবং মহিলাদেরকে এই হুকুম থেকে স্থায়ীভাবে বের করে দেয়া হয়েছে। মহিলারা যেহেতু সাধারণত দূর্বল হয়ে থাকে। সম্ভবত এই জন্য তাদেরকে দৌড়ার হুকুম দেয়া হয়নি। যদিও আমি মহিলাদেরকে না দৌড়ার হিকমত সমূহ কোন কিতাবে পড়িনি কিন্তু একটি হিকমত পর্দার ব্যাপারটাও বুঝে আসছে। কেননা, যদি মহিলারা দৌড়ায় তবে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও দুলবে যার কারণে **আল্লাহর** পানাহ! পরপুরুষের জন্য কুদৃষ্টির কারণ হবে। মনে রাখবেন! শরীয়াতের কোন কাজ হিকমত থেকে খালি নয় আর সবচেয়ে বড় হিকমত **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন কাজ করা বা না করার হুকুম দেয়া।

---

(১) অর্থাৎ দুটি সবুজ চিহ্ন সাফা থেকে মারওয়ার দিকে কিছু দূর যাওয়ার পর অল্প অল্প ব্যবধানে উভয় পাশের দেয়ালের উপর ও ছাদে সবুজ লাইট লাগানো রয়েছে। আর এই দুটি সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈকালীন সময়ে পুরুষদেরকে দৌড়াতে হয়। (রফিকুল হারামাঈন, ৫০ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনদের নিজের ID বানানো কেমন?

প্রশ্ন: কিছু মহিলা এনড্রয়েট এ বিনতে আত্তার এবং কানীযে আত্তার প্রভৃতি নাম দ্বারা নিজের ফেইসবুক **ID** এবং পেইজ তৈরি করে যার ভিত্তিতে অনেক অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, তার এরকম করা জায়েয হবে কি?

উত্তর: মহিলাদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।[১] এবং সূরা ইউসূফ এর তাফসীর পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে এক মহিলার ধোঁকার আলোচনা করা হয়েছে। যেমনিভাবে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বিশুদ্ধ হাদীসে দ্বারা প্রমানিত যে, মহিলাদেরকে সূরা ইউসূফের অনুবাদ (ও তাফসীর) না পড়ার জন্য বলেছেন। কেননা, এতে মহিলাদের ধোঁকা দেয়ার আলোচনা করা হয়েছে।[২] যখন মহিলাদেরকে কুরআনে করীমের সূরা ইউসূফের তাফসীর পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে ফেইসবুক চালানোর অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে পারে। যেখানে অশ্লীল বিষয়াবলী থাকে। মহিলাদেরকে তো নিজের নাম ও প্রকাশ না করা চাই। আমার একটি কন্যা রয়েছে সম্ভবত তার নাম উপস্থিত ব্যক্তিদের কোন ইসলামী ভাইয়ের জানা আছে। কেননা, আমি তার নাম উচ্চারণও করি না। কিছু লোক

---

(১) (মসতাদরাক হাকেম, তাফসীর সূরাতুন নূর ৩/১৫৮, হাদীস: ৩৫৪৬)

(২) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৪৫৫)

সাধারণত উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে স্ত্রী ও কন্যার নাম ধরে ডেকে থাকে, আমার এটা পছন্দ নয়। যখন আমি কারো সামনে নিজের কন্যার নাম নেয়াকে পছন্দ করি না, তাহলে তার নামে পেইজ খোলাকে কিভাবে পছন্দ করবো, যা সাধারণত অনেক বেশি অশ্লীলতা এবং গুনাহের সমাহার হয়ে থাকে। আর যাতে বিভিন্ন ছবি, আওয়াজ আর জানিনা কি কি দেয়া হয়ে থাকে। যাহোক যদি কেউ বিনতে আত্তার এর নাম দিয়ে ফেইসবুক পেইজ খোলে এইটা প্রচার করতে চাই যে, সে বিনতে আত্তার অর্থাৎ আত্তারের বাস্তবিক কন্যা, তখন তা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। হাদীসে পাকে তাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে।[১] এমন কি যদি লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার নিয়্যতে, বিনতে আত্তার নামে পেইজ খোলে যে, লোক ধোঁকায় পড়ে এই পেইজ দেখে, তবে এই অবস্থায় মিথ্যা এবং ধোঁকার গুনাহ থেকেও তাওবা করা ওয়াজিব। যে ইসলামী বোনেরা নিজের নামের সাথে আত্তারীয়া, কাদেরীয়া এবং রযবিয়া লিখে **ID** বানিয়ে বা পেইজবুক পেইজ চালাই আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে সমর্থনও করছি না আর উৎসাহও প্রদান করছি না। যে ইসলামী বোনেরা প্রকৃতপক্ষে আত্তারীয়া এবং যার শিরায় উপশিরায় আত্তারীয়াও শামিল রয়েছে। তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পেইজ

---

(১) হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, যে কেউ আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো বা কোন অভিভাবকহীন এর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দাবী করে তখন তার উপর **আল্লাহ পাক,** ফেরেশতাগণ এবং সকল লোকের অভিশাপ। **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয কবুল করবে না, আর তার কোন নফলও কবুল করবেন না।

(মুসলিম, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৩২৭)

www.dawateislami.net

চালানোর অনুমতিই নেই। বরং যদি আত্তারীয়া নাও হয় যে আমার প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বাত পোষণকারী, আমার মুসলমান মাদানী কন্যা সে ও পেইজ চালাবে না। আওরাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো গোপন রাখার বস্তু। এজন্য মহিলাদের জন্য চাদর এবং চার দেয়ালই হলো নিরাপদ স্থান। বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত রয়েছে; মহিলার আওয়াজও পর্দা অর্থাৎ গায়রে মুহরিমকে অপ্রয়োজনে শুনানোর অনুমতি নেই।[১] তাই মহিলাদের সাজসজ্জা ও ফ্যাশন করে পেইজে আসা এবং বিভিন্ন অলি-গলি বাজারে ঘোরাফেরা করা লজ্জাবতী নারীদের কাজ নয়। ইসলামী বোনদের নিকট আমার মাদানী অনুরোধ হলো, তারা কারো পেইজে লাইক ও করবেন না। কেননা, এটা বাজে কাজ। ইন্টারনেট চালানো এবং সোসাল মিডিয়ার দিকে যাওয়া ইসলামী বোনদের কাজই নেই। এজন্য যতটুকু সম্ভব এসব থেকে বাঁচা চাই।

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ! আমার যে মাদানী কন্যা নিজের পেইজে বা পেইজ বন্ধ করে দেয় এবং যে নিজের পেইজ খোলার চিন্তা করছে সে যেন এটা থেকে বিরত থাকে এবং যে প্রথম থেকে বিরত ছিল এদের সবাইকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত করে জান্নাতুল ফেরদৌসে খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ واٰلِہٖ وَسَلَّم

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৫২, ৩য় অংশ)

মাদানী মুন্নীদের (ছোট মেয়েদের) "শুকরিয়া" নাম রাখা কেমন?

প্রশ্ন: কোন মাদানী মুন্নীর (ছোট মেয়ের) নাম "শুকরিয়া" রাখতে পারবে কি?

উত্তর: 'শুকরিয়া' নাম রাখার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু এই নামের মধ্যে কোন ফযীলতও নেই বরং হতে পারে যে, এ নাম রাখা নিয়ে লোকজন হাসি ঠাট্টা করবে এবং যখন এই মাদানী মুন্নী বড় হবে তখন সম্ভবত এই নামের দ্বারা তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ রকম নাম রাখার চেয়ে উত্তম হলো, মাদানী মুন্নার নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن আর মাদানী মুন্নীদের নাম সাহাবিয়াত (মহিলা সাহাবী) এবং ওলীয়্যাত (মহিলা ওলী) رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَ নামের সাথে মিলিয়ে রাখবে ।

পিতা মাতার আকীকা করতে পারবে কি?

প্রশ্ন: সন্তান আপন পিতা ও মাতার আকীকা করতে পারবে কি? এমন কি যদি ছোট বেলায় কারো আকীকা না করে তবে সে নিজেই নিজের ওয়ালীমার সাথে নিজের আকীকা করতে পারবে কি?

উত্তর: যদি পিতা মাতার আকীকা না হয়ে থাকে তবে এখন তাদের অনুমতিক্রমে করতে পারবে। এভাবে যদি কারো ছোট বেলায় আকীকা না হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের ওয়ালীমার সাথেও নিজের আকীকা করতে পারবে।

www.dawateislami.net

হলক (মাথা মুন্ডানো) এবং (তাকসীরের) ছাঁটার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: উমরার শেষে হলক (মাথা মুন্ডানো) বা চুল ছাঁটার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: উমরা হোক বা হজ্ব ইহরাম অবস্থায় এ থেকে বের হওয়ার জন্য মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব।

ইসলামী বোনেরা মুখ ঢেকে রেখে নফল তাওয়াফ করা কেমন?

প্রশ্ন: নফল তাওয়াফে ইসলামী বোনেরা মুখ ঢেকে রাখতে পারবে কি?

উত্তর: মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় চেহারার উপর কাপড় ও অন্যান্য দ্বারা স্পর্শ করার অনুমতি নেই। এই জন্য ইহরাম অবস্থায় মহিলা যদি নফল তাওয়াফ করে থাকে, তবেও চেহারাকে কাপড় ও অন্যান্য কিছু দ্বারা ঢেকে রাখা জায়েয নেই এবং কাফফারাও আবশ্যক হয়ে যেতে পারে। অবশ্য মহিলারা ইহরাম অবস্থায় না হলে, তখন অপরিচিত পুরুষের উপস্থিতিতে আপন চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই জন্য নফল তাওয়াফেও চেহারা ঢেকে রাখবে।

মহিলাদের জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে সাবধানতা

প্রশ্ন: তাওয়াফের মাঝে কিছু মহিলাদের পুরুষদের সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে বাঁচার মানসিকতা থাকে না। এদের ব্যাপারে কিছু বলুন।

www.dawateislami.net

উত্তর: তাওয়াফের মাঝে কিছু মহিলারা বড় নিলজ্জতার সাথে পুরুষের মাঝে ঢুকে পড়ে এবং তাদের ধাক্কা মেরে আগে বের হয়ে যায়। এ রকম এসব মহিলারাই করে থাকে, যাদের পর-পুরুষের সাথে শরীর স্পর্শ করা হতে বাঁচার একেবারেই মনমানসিকতা থাকে না। বরং বেগানা পুরুষের সাথে হাত মিলানো ও তাদের নিকট কোন দোষই নয়। এ রকম মহিলারা বাজারের মধ্যে ও পুরুষের ভিড়ের মাঝে চলাচলের অভ্যাস হয়ে থাকে। বড় সাহসিকতার সাথে তারা ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। অতএব যখন তারা এই হজ্ব বা ওমরা করার সৌভাগ্য লাভ করে তখন ঐখানেও মানসিকতা তৈরি না হওয়ার কারণে পুরুষের সাথে সংঘর্ষ হয়ে থাকে। যদি তাওয়াফের মাঝে পর্দা করেও নেয় তবে তাও নামে মাত্র হয়। এজন্য তাদের হাতের কব্জির উপরের দিকে কাপড় খোলা থাকে। বিশেষ করে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার সময় যখন হাত উত্তোলন করে তখন হাতের কব্জি হতে কাপড় উপরের দিকে উঠে যায়। অথচ পরপুরুষের সামনে হাতের কব্জির উপরের অংশ প্রকাশ করাটা হারাম।[১] যদি ফরয তাওয়াফ অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের মাঝে সতরের কোন অংশ যেমন ইসলামী বোনের হাতের কব্জির এক চতুর্থাংশ খোলে গেল এবং ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ তাওয়াফ করে নেয়, তখন পুনরায় আদায় না করা অবস্থায় দম দেয়া ওয়াজিব হবে।[২] অপর দিকে নফল বা

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২৪৭ পৃষ্ঠা)

(২) (বাহারে শরীয়াত, ১/১১৭৬, ৬ষ্ঠ অংশ)

www.dawateislami.net

সুন্নাত তাওয়াফের মাঝে সতরের কোন (অংশ) এক চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলে যায় এবং এ অবস্থায় সে তাওয়াফ পরিপূর্ণ করে নেয় তখন পুনরায় আদায় না করা অবস্থায় সদকা দেয়া ওয়াজিব হবে।(১) মাসয়ালা জানা না থাকার কারণে এতো সব কিছু হতে থাকে।

উম্মুল মুমিনিন এর অতুলনীয় পর্দা

এরকম মহিলারা যদিও হারামাঈন তৈয়্যবাঈন زَادَهُمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মধ্যে কিছু না কিছু পর্দাও করে নেয়, তবে ফিরে আসার সময় জেদ্দায় পৌঁছার সাথে সাথে পর্দা করা ত্যাগ করে দেয়। এ সকল মহিলাকে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এই মোবারক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষ্য অর্জন করা উচিত। যেমনিভাবে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর নিকট আরয করা হলো আপনার কি হলো যে, আপনি হজ্ব ও ওমরা করেছেন না? তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا উত্তর দিলেন: আমি হজ্ব ও ওমরা করে নিয়েছি। **আল্লাহ পাক** আমাকে আদেশ দিয়েছেন: আমি যেন ঘরের মধ্যে থাকি। **আল্লাহ**র শপথ! আমি দ্বিতীয়বার ঘর থেকে বের হবো না। বর্ণনা কারীর বর্ণনা: **আল্লাহ**র শপথ! তিনি নিজের ঘরের দরজা হতে বাইরে আসেননি, এমনকি ঘর থেকে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا জানাযার খাট বের করা হয়েছে।(২) আপনারা দেখলেন তো! উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর কি রকম মানসিকতা ছিল যে,

(১) (লিবাবুল মানাসিক, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

(২) (দূররে মনসূর ২২পারা সূরা আহযাব ৩৩নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/৫৯৯)

এরকম ফরয হজ্ব আদায় করার পর শুধু পর্দার কারণে নফল হজ্ব করেন নি, অথচ ঐ সময় আজকের মতো বা বর্তমানের মতো ভিড় ছিল না। এজন্য ইসলামী বোনদের উচিত, হারামাঈন তৈয়্যবাঈনে زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পর্দা করার সাথে সাথে প্রত্যেক জায়গায় নিজেকে পর্দা সহকারে রাখার মনমানসিকতা তৈরি করুন। যথাসম্ভব তাওয়াফের মধ্যে পুরুষের সাথে সংঘর্ষ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য নিজের চেহারা খোলা রাখা আবশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পর্দা করতে হবে। সুতরাং কোন কিতাব বা মোটা পৃষ্ঠা ইত্যাদি কে আড়াল করে নিজের চেহারাকে গোপন রাখা। কিছু ইসলামী বোনেরা এরকম টুপি (cap) পরিধান করে যার সম্মুখে কাপড় ঝুলে থাকে এর মাধ্যমে ও পর্দা হয়ে যাবে কিন্তু এর মধ্যে মাসয়ালা হলো, ঘাম মোচার সময় বা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে ঐ কাপড় যখন চেহারার সাথে লেগে যাবে তখন কাফফারা আবশ্যক হয়ে যাবে। এজন্য এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কিতাব বা ঢাল ইত্যাদি আড়াল দ্বারা চেহারাকে গোপন রাখা উত্তম।

সাবধানতাবশতঃ সদকা বা দম দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ কারো যদি জানাও না থাকে যে, তার উপর কতোটি দম বা সদকাওয়াজিব হয়েছে, তখন সে কি সাবধানতা বশতঃ দম বা সদকা দিতে পারবে?

উত্তরঃ জি, হ্যা! কেউ যদি সাবধানতাবশতঃ দম বা সদকা দিতে চাই তাহলে দিতে পারবে। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা করেনিন

www.dawateislami.net

যে, তার উপর কতোটি দম বা সদকা আদায় করা আবশ্যক হয়েছে? প্রকাশ্য যে, অতিরিক্ত দম বা সদকা ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় শুধু একটি দম বা সদকা আদায় করা যথেষ্ট হবে না। এ অবস্থায় প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কাফফারা আদায় করবে। যেমন - কারো প্রবল ধারণা হলো, তার উপর ১০টি দম বা সদকা আবশ্যক হয়েছে তখন সে সাবধানতাবশতঃ ১২টি দম বা সদকা আদায় করে দিবে, এতে তার ১০টি ওয়াজিব কাফফারা হিসাবে এবং দুইটি নফল হিসাবে আদায় হয়ে যাবে। এভাবে কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় অযু ইত্যাদি করতে গিয়ে চুল ঝরে যায়, তবে তার উচিত, যতোগুলো চুল ঝরে গিয়েছে তার সংখ্যা নিজের কাছে লিখে রাখা যাতে পরবর্তীতে কাফফারা দেয়ার সময় সহজ হয়ে যায়। যদি কোন কারণে না লিখে থাকে তবে হিসাব করতে হবে যে, সে কতোবার অযু করেছে। যেমন প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক অযু করেছে বা একই অযু দিয়ে কতোগুলো নামায আদায় করেছে বা অযু সম্পন্ন থাকার জন্য কতোবার অযু করেছে, তাহলে প্রত্যেক অযুর পরিবর্তে একটি করে সদকা আদায় করবে। এভাবে চুল ঝরে যাওয়ার কারণে আবশ্যক হওয়া কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। এভাবে কিছু মানুষের দাঁড়ি নিয়ে খেলা করার অভ্যাস থাকে সে বারবার নিজের দাঁড়িতে হাত লাগাতে থাকে, ইহরামের অবস্থা ব্যতিত এরকম করাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এরকম করার দ্বারা দাঁড়ি ঝরে গেলে কাফফারা আবশ্যক হয়ে যাবে।

চুল ঝরে যাওয়ার কারণে কাফফারা কখন আবশ্যক হয়?

প্রশ্ন: চুল ঝরে যাওয়ার দ্বারা কখন কাফফারা আবশ্যক হয়?

উত্তর: যদি দুই তিনটি চুল ঝরে যায় তবে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে এক মুষ্টি ফসল বা এক টুকরা রুটি বা একটি শুকনা খেজুর দিতে হবে।[১] যদি এর চেয়ে অধিক চুল ঝরে যায় তাহলে সদকায়ে ফিতির সমপরিমাণ দেয়া বা কাফফারা দেয়া আবশ্যক। এমন কি যদি দুই বা তিনটি চুল ঝরে যাওয়ার পরও সদকা দিতে চাই তবে দিতে পারবে। হ্যাঁ! যদি নিজে নিজেই চুল ঝরে যায় বা রোগের কারণে সমস্ত চুলই যদি ঝরে যায় তাহলে কোন কাফফারা নেই।[২]

ইহরাম বাঁধার পূর্বে মাথা মুন্ডানো কেমন?

প্রশ্ন: হজ্ব বা ওমরা ইহরাম বাঁধার পূর্বে মাথার চুল ছোট করা বা ক্ষুর চালানো কেমন?

উত্তর: পুরুষের ইহরাম বাঁধার পূর্বে নিজের মাথার চুল ক্ষুর বা মেশিন ইত্যাদি দ্বারা মুন্ডানো জায়েয।

দম ও সদকা কোথায় আদায় করবে?

প্রশ্ন: দম ও সদকা কি হেরমের সীমানার মধ্যে আদায় করা আবশ্যক?

উত্তর: যার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে তার জন্য আবশ্যক হলো, সে এই জন্তুকে হেরমে সীমানার মধ্যে জবেহ করে সদকা করে

---

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৭৬০)

(২) (লিবাবিন নাসেখ, বাবুল জানায়েত, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দিবে। জীবিত জন্তুকে সদকা করতে পারবে না। হ্যাঁ! সদকা নিজের দেশের মধ্যে আদায় করতে চাইলে তাহলেও পারবে কিন্তু হেরমের সীমানার মধ্যে আদায় করা উত্তম।

কাফফারা কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা আদায় করা যাবে?

প্রশ্ন: কাফফারা আদায় করার সময় কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: কাফফারা যে দেশে আদায় করছে ঐ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতে হবে। না ঐ জায়গার যেখানে সেটা আবশ্যক হয়েছে। কাফফারা যেখানেই আদায় করবে ঐখানে সদকায়ে ফিতিরে পরিমাণ অর্থাৎ দুই কেজি থেকে আশি গ্রাম কম গম বা কিসমিস বা যেটা দ্বারা সে আদায় করতে চাই, সেটার মূল্য জেনে আদায় করে দিবে। যেমন: আমাদের দেশ বাংলাদেশের মধ্যে দুই কিলো থেকে আশি গ্রাম কম গম বর্তমানে কমপক্ষে ৬৫ টাকার মধ্যে হাতের নাগালে সহজেই পাওয়া যায়, এই জন্য বর্তমানে একটি সদকার পরিমাণ ৬৫ টাকাও দেয়া যেতে পারে। আর অন্যান্য ফল ফলাদির পরিমাণ এর থেকে কিছু বেশি হবে। যদি কোন বাংলাদেশী ইহরাম অবস্থায় আবশ্যক হওয়া আবশ্যকীয়। কাফফারা গমের মূল্য হিসাব করে আদায় করে তবে খুব সহজেই আদায় করতে পারবে বরং সাবধানতাবশতঃ কাফফারাও দিতে পারবে।

নামাযে দাঁড়ি নিয়ে খেলা করা কেমন?

প্রশ্ন: নামাযের মধ্যে দাঁড়ি নিয়ে খেলা করা কেমন?

উত্তর: নামাযে মধ্যে দাঁড়ি নিয়ে খেলা করা মাকরুহে তাহরীমি নাযায়িয ও গুনাহ।[১] কিছু লোকের অভ্যাস হয়ে থাকে, সে নামায ব্যতিতও দাঁড়ি নিয়ে খেলা করে থাকে এবং কোন সময় দাঁড়ির লোমগুলোও মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে থাকে। এ রকম করার দ্বারা যেখানে দাঁড়ির লোমগুলো দূর্বল হয়ে থাকে ঐ দাঁড়িতে লেগে থাকা ধূলাবালি এবং বিভিন্ন জীবাণু পেটের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন রকম রোগের কারণ হতে পারে। এভাবে দাঁত দিয়ে কিছু লোকের অযথা নখ কাটার অভ্যাস রয়েছে তাদেরকে অনেক নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারেনা। অথচ নখ কাটার দ্বারা শরীরে শ্বেত রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এরকম বদ অভ্যাস থেকে প্রাণ বাঁচানো উচিত।

ইহরাম অবস্থায় কি নখ কাটতে পারবে?

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় কি নখ কাটতে পারবে?

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় নখ ইত্যাদি কোন বস্তু শরীর থেকে পৃথক করার অনুমতি নেই।[২]

---

(১) (ফতোওয়ায়ে আলামগীরি, ১/১০৫)

(২) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৭৩৩)

www.dawateislami.net

ঋণগ্রস্থের উপর ঋণদাতা কর্জ আদায়ে নম্রতা প্রদর্শন করুন

প্রশ্ন: ঋণদাতার বিরক্তি বা কারো উত্যক্ত করার কারণে আত্মহত্যা কি জায়েয?

উত্তর: জি, না! আত্মহত্যা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। অবশ্য যদি কেউ তাকে গুলি করে তবে এটা নিজের আত্মহত্যা নয়। বরং তাকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সময় ঋণদাতা বা সাহসী ব্যক্তি কারো কোন দূর্বলতা ধরে তাকে খুব বিরক্ত করে যে, সে আবেগে এসে আত্মহত্যা করে নেয়। মনে রাখবেন! কারো জন্যও আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মানকে কলংকিত করার ধমক দেয়া বা কোন ঋণগ্রহীতার অভাবের কারণে তাকে অবকাশ না দেয়া। এমনকি এই কথার দ্বারা অপমানিত হয়ে ঐ ব্যক্তি নিজেই আত্মহত্যা করে নেয়া কখনোই জায়েয নয়। ঋণদাতা নিজের ঋণগ্রহীতা হতে টাকার জন্য দাবী করতে পারবে। কিন্তু তার উচিত, সে এই বিষয়ে মধ্যে নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং শরীয়াতের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে না দেয়া। কেননা, ঋণগ্রহীতা দরিদ্র্য হলে তাহলে ঋণদাতা তাকে সময়ের অবকাশ দেয়া ওয়াজিব [১]।[২] যাতে সে ভাল অবস্থায় ফিরে

---

(১) (আল যাওয়াজের, কিতাবুল বুয়ো, ১/৪৯০)

(২) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক গরীব ঋণগ্রহীতাকে সময়ে সময়ে অবকাশ দেয়া ওয়াজিব এবং ঋণ মাফ করে দেয়া মুস্তাহাব। প্রত্যেক ঐ ঋণদাতার উপর ওয়াজিব ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেয়ার যে সম্পদের লেনদেন করে। যেমন ব্যবসায়িক ঋণ কিন্তু ক্ষতিপূরণ, মহর ভরণ-পোষণের ☞

www.dawateislami.net

এসে তার ঋণ ফিরিয়ে দিতে পারে। কিছু ঋণদাতা নিজের ঋণগ্রহীতাকে এভাবে দাবী করে যে, অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আমাকে আমার টাকা ফিরিয়ে দাও। এই ধরণের দাবী করাও বিশুদ্ধ নয়। হ্যাঁ! যদি ঋণগ্রহীতার পরিবার এর সদস্যদের মধ্যে হতে কেউ তার ঋণ প্রদান করার জন্য টাকা দিতে পারবে এবং পরবর্তীতে তাদের যদি কষ্ট না হয়, যেমন পিতা মাতা এবং ভাই ইত্যাদি তবে তাদের কাছ থেকে নেওয়ার পরামর্শ দেয়াতে ক্ষতি নেই।

স্বামী স্ত্রী কি জান্নাতে এক সাথে থাকবে?

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রী কি জান্নাতে একসাথে থাকবে?

উত্তর: জি, হ্যাঁ! যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে মৃত্যু ঈমান সহকারে হয় তাহলে তারা উভয়ে জান্নাতে একসাথে থাকবে।[১] যদি তাদের মধ্য হতে কারো **আল্লাহ**র পানাহ! ঈমান সহকারে মৃত্যু না হয়, তবে জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে আর যে জান্নাতে যাবে তার সাথে অন্য কোন জান্নাতীর সাথে বিবাহ হয়ে যাবে। জান্নাতে গমনকারীরা নিজের অন্য কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন চিন্তা ও দুঃখ থাকবে না। কেননা, জান্নাত দুঃখ ও চিন্তার স্থান নয়।

☜ টাকা, আমানতের টাকার উপর মীমাংশার টাকা অবকাশ দেয়া ওয়াজিব নয়। **(তাফসীরে নঈমী, ৩ পারা, সূরা বাকারা, ২৮০ পৃষ্ঠা, ৩/১৬৬-১৬৭)**

(১) (আত তাযকিরাতু বি আহওয়ালিল মাওতি ওয়া উমুরিল আখিরাত, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসুলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : দোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net